দৈনিক সংবাদ
27 NOV 1995

240

বিটিভি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের চোখে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা খুবই কম। বেশ ক'জন শিক্ষকদের মধ্যে পরিচালিত এক সংক্ষিপ্ত জরিপে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গড়ে টিভি দেখেন আধা ঘন্টা থেকে ২ ঘন্টা। কেউ কেউ টিভি দেখেনই না। কেউ কেউ আগে দেখতেন, এখন সময় পান না। একজন বললেন, টিভি না দেখার মানসিকতা তৈরি করেছেন। একজন অধ্যাপক বলেন, তার টিভি তিনি পোটলা বেঁধে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

টিভি অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কয়েকজন দেখেন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিদেশী সিরিজ 'টাইম ট্র্যাক্স', ইক্যুয়ালাইজার, এরাবিয়ান নাইটস্, শনিবারের দুপুরে প্রচারিত বিদেশী ছবি। তাও হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে। ইচ্ছে নিয়ে নয়। অনেকে বলেন, টিভি'র নাটকের মান ভাল নয়। প্রথম প্রথম দু'একটা প্যাকেজ নাটক ভাল ছিল দিনে দিনে তা আরো নিম্নমানের দিকে যাচ্ছে। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইত্যাদি খানিকটা আনন্দ দিয়ে থাকে। একথা বললেন মাত্র দু'জন। ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মানও নিচের দিকে নামছে। ছায়াছবির গানের যে অনুষ্ঠান হয় তা মাঝে মধ্যে দৃষ্টিকটু। 'মাটি ও মানুষ' ও 'ভরা নদীর বাঁকে' অনুষ্ঠান দু'টির মধ্যে গ্রাম বাংলার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠান থেকে গ্রামীণ মানুষের উপকার হচ্ছে। এ কথা বললেন একজন অধ্যাপক।

টিভি 'খবর' নিয়েই যত ঝামেলা। খবর সম্পর্কে সবারই এক অভিমত। টিভি'র স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছেন সবাই। অনেকে রাত আটটা বা দশটার খবর খুব আগ্রহ ভরে দেখতে চান। সে আগ্রহ দেখতে বসলেই অনাগ্রহে পরিণত হয়। তিনজন অধ্যাপক বললেন, ওই সময় তারা টিভি বন্ধ করে দেন। একজন বললেন, ওই সময় তিনি টিভিই ছাড়েন না।

এখানে টেলিভিশনের সার্বিক মান ও মান উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিমত তুলে ধরা হলো।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেন, সার্বিকভাবে বাংলাদেশ টিভি আমার অপছন্দ। অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের। সরকারি প্রচারে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর উৎকৃষ্ট টিভি'র অনুষ্ঠান দেখেই আমাদের বোঝা উচিত, আমাদের কি করতে হবে।

ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে বক্তব্য থাকা উচিত। সেই বক্তব্য অবশ্যই স্থূলভাবে নয়। সবটায় একটা দার্শনিকতা থাকবে। বাস্তবতা থাকবে। দ্বিমাত্রিক হলে চলবে না। অনুষ্ঠানগুলোকে হতে হবে ত্রিমাত্রিক। এসবই হবে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পের বাইরে নয়।

ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ বলেন, জাতীয় টেলিভিশনে শিক্ষামূলক ও প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। সংবাদ প্রচারে ও বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারে বেশি সময় দেয়া উচিত। এবং দেশীয় সংবাদ প্রচারে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত।

ডঃ নূরুল রহমান খান বলেন, টিভি'র স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। বর্তমানে যারা টিভিতে কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে, তাদের ভেতর আন্তরিকতার বড়ই অভাব। যার ফলে অনুষ্ঠানের ইপ্সিত মান থেকে সাধারণ দর্শক বঞ্চিত হচ্ছে। আমার ধারণা, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের চেয়ে অন্য কিছু করছে।

অর্থনীতি বিভাগের ডঃ নাসরিন খন্দকার বলেন, খবরের ক্ষেত্রে টিভি জার্নালিজম নেই। শুধু খবর পড়ে যাওয়া। এটা সরকারেরই প্রচার মাধ্যম, খবরে নিরপেক্ষতা নেই। বিশ্লেষণাত্মক কোন সংবাদ আসছে না। শুধু বুলেটিন। টিভি সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে না গিয়ে সিএনএন, বিবিসি থেকে সংবাদ ধারণ করে তাই প্রচার করছে। টিভি'র খবরে যখন বন্যার চিত্র দেখানো হয় তখন বোঝাই যায়, দুর্গত অঞ্চলে কেউ যায়নি।

ডঃ সাঈদ-উর-রহমান বলেন, টিভিতে আজান প্রচার ও মোনাজাতের বক্তব্যগুলো আমার সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার অসৎ উদ্দেশ্য থেকে এই প্রোগ্রামটি চালু হয়েছিল। একে অনতিবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া উচিত। পাকিস্তান আমলের 'ত্রিরত্নের' মত হাসির নাটক টিভিতে দেখানো দরকার। বর্তমানে প্রচার করা ন্যাকামি ভরা নাটকগুলো ভাল লাগে না।

তিনি বলেন, টিভি'র খবর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। সংবাদে মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর খবরাখবর কম দেখালে ভাল হয়। বরং প্রতিদিন ৯টায় ৫ মিনিটের একটি প্রোগ্রাম চালু করা উচিত 'প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের খবর' নামে। যাদের আগ্রহ আছে তারা দেখবেন, অন্যেরা তখন টিভি বন্ধ রাখবেন। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টিভিতে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখানো উচিত নয়। তাতে শিশু কিশোরদের লেখাপড়ার প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। এই দু'ঘন্টা সিরিয়াস অনুষ্ঠান যেমন আলোচনা, রবীন্দ্র সঙ্গীত, রাগ প্রধান সঙ্গীত প্রভৃতি রাখা যেতে পারে।

—মাহবুবুর রহমান শরীফ